দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার

এই অধ্যায়ে বৈকুণ্ঠদূতেরা যমদূতদের কাছে ভগবানের দিব্য নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বিষ্ণুদূতেরা বলেছেন, "এখন সাধুদের সভাতেও অধর্মের আচরণ হচ্ছে, কারণ যে ব্যক্তি দণ্ডণীয় নয় তাকেও যমরাজের সভায় দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ অসহায় এবং তাই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সরকারের উপর নির্ভর করতে হয়, কিন্তু সরকার যদি সেই সুযোগ নিয়ে প্রজাদের ক্ষতি করে, তা হলে প্রজারা যাবে কোথায়? আমরা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, অজামিল দণ্ডণীয় নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা তাঁকে দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন।"

অজামিল ভগবানের দিব্য নাম গ্রহণ করার ফলে আর দণ্ডণীয় ছিলেন না। সেই কথা বিশ্লেষণ করে বিষ্ণুদূতেরা বলেছিলেন—"এই ব্রাহ্মণ কেবল একবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করার ফলে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি কেবল তাঁর এক জন্মের পাপ থেকেই মুক্ত হননি, কোটি কোটি জন্মের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর সমস্ত পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। কেউ যদি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করেন, তা হলে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হন না, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তা হলে সেই নামের আভাসের ফলেই তিনি সমস্ত পাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করেন। ভগবানের নাম কীর্তনের ফলে সমস্ত সৌভাগ্যের উদয় হয়। তাই অজামিল যে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন এবং তিনি আর যমরাজের দণ্ডণীয় নন, সেই সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই।"

এই বলে বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাঁদের ধামে ফিরে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ অজামিল অবশ্যই বিষ্ণুদূতদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি কত সৌভাগ্যবান যে, অন্তিম সময়ে তিনি নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিলেন। যমদূতদের সঙ্গে বিষ্ণুদূতদের আলোচনা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে

পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর পাপের জন্য তিনি গভীর অনুশোচনা করেছিলেন এবং সেইজন্য বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ প্রভাবে অজামিলের সদ্‌বুদ্ধির উদয় হওয়ায়, তিনি সব কিছু পরিত্যাগ করে হরিদ্বারে প্রস্থান করেছিলেন। সেখানে একান্তভাবে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবাপরায়ণ হয়ে তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন। তখন বিষ্ণুদূতেরা পুনরায় সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বর্ণবিমানে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠলোকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পাপী অজামিল যদিও তাঁর পুত্রকে উদ্দেশ্য করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে নামাভাস হয়েছিল এবং তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাই কেউ যখন শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তিনি অবশ্যই পরম পদ প্রাপ্ত হবেন। তিনি তাঁর জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনেও ভগবান কর্তৃক রক্ষিত হন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্ ।
উপধার্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-বাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **তে**—তাঁরা; **ভগবৎ-দূতাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **যমদূত**—যমদূতদের দ্বারা; **অভিভাষিতম্**—যা বলা হয়েছিল; **উপধার্য**—শুনে; **অথ**—তারপর; **তান্**—তাঁদের; **রাজন্**—হে রাজন্; **প্রত্যাহুঃ**—যথাযথভাবে উত্তর দিয়েছিলেন; **নয়-কোবিদাঃ**—নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, নীতিশাস্ত্রকুশল বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের মুখে সেই কথা শুনে তার উত্তরে বললেন।

শ্লোক ২

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ

অহো কষ্টং ধর্মদৃশামধর্মঃ স্পৃশতে সভাম্ ।
যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা ॥ ২ ॥

শ্রী-বিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতেরা বললেন; **অহো**—আহা; **কষ্টম্**—কত বেদনাদায়ক; **ধর্ম-দৃশাম্**—ধর্ম পালনে উৎসাহী ব্যক্তিদের; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **স্পৃশতে**—প্রভাবিত করছে; **সভাম্**—সভা; **যত্র**—যেখানে; **অদণ্ড্যেষু**—দণ্ডদানের অযোগ্য ব্যক্তিকে; **অপাপেষু**—নিষ্পাপ; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **ধ্রিয়তে**—বিধান করা হচ্ছে; **বৃথা**—অনর্থক।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—আহা, কী কষ্ট! যেখানে ধর্মের পালন হওয়া উচিত সেই সভায় অধর্ম প্রবেশ করছে। যাঁরা ধর্মের পালক, তাঁরা অনর্থক একজন নিষ্পাপ ব্যক্তিকে দণ্ড দিচ্ছেন।

তাৎপর্য

অজামিলকে দণ্ডভোগের জন্য যমরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার ফলে, ধর্মনীতি লঙ্ঘন করার অভিযোগে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের অভিযুক্ত করছেন। ভগবান যমরাজকে ধর্ম এবং অধর্মের সিদ্ধান্ত নিরীক্ষণ করার জন্য ধর্মাধীশের পদে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু, সম্পূর্ণরূপে কোন নির্দোষ কোন ব্যক্তিকে যদি দণ্ড দেওয়া হয়, তা হলে যমরাজের সভা কলঙ্কিত হবে। এই সিদ্ধান্ত কেবল যমরাজের সভার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সমগ্র মানব-সমাজের প্রতিও তা প্রযোজ্য।

রাজা বা সরকারের সভার কর্তব্য হচ্ছে মানব-সমাজের ধর্মনীতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। দুর্ভাগ্যবশত এই কলিযুগে ধর্মের অবক্ষয় হয়েছে, এবং সরকার যথাযথভাবে বিচার করতে পারে না কে দণ্ডণীয় এবং কে নয়। বলা হয়েছে যে, এই কলিযুগে যারা আদালতে অর্থব্যয় করতে পারবে না, তারা বিচার পাবে না। বস্তুতপক্ষে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিচারকেরা ঘুষ নিয়ে ঘুষদাতার অনুকূলে রায় দিচ্ছে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য যে সমস্ত ধর্মপরায়ণ মানুষেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করছে, পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করছে এবং আদালত তাদের নির্যাতন করছে। বৈষ্ণব বিষ্ণুদূতেরা সেই জন্য অনুতাপ করেছেন। সমস্ত জীবদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতির ফলে, বৈষ্ণবেরা ধর্মনীতি অনুসারে ভগবানের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগের প্রভাবে, যে সমস্ত বৈষ্ণবেরা ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য তাঁদের জীবন সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁরাও কখনও কখনও শান্তিভঙ্গ করার মিথ্যা অভিযোগে আদালতে লাঞ্ছিত হন এবং দণ্ডিত হন।

শ্লোক ৩

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

প্রজানাম্—নাগরিকদের; **পিতরঃ**—রক্ষক, অভিভাবক (রাজা অথবা সরকারি কর্মচারী); **যে**—যাঁরা; **চ**—এবং; **শাস্তারঃ**—সৎমার্গ সম্বন্ধে যিনি উপদেশ দেন; **সাধবঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **সমাঃ**—সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন; **যদি**—যদি; **স্যাৎ**—হয়; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **বৈষম্যম্**—বৈষম্য; **কম্**—কি; **যান্তি**—গ্রহণ করবে; **শরণম্**—আশ্রয়; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা।

অনুবাদ

রাজা অথবা সরকারি কর্মচারীদের পুত্রবৎ স্নেহে প্রজাদের পালন করা উচিত এবং রক্ষা করা উচিত। তাঁদের কর্তব্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রজাদের সদুপদেশ দেওয়া এবং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া। যমরাজ তা করেন কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বোচ্চ ধর্মাধীশ এবং যাঁরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরাও তাই করেন। কিন্তু, তাঁরা যদি ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং একজন নিরীহ, নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডিত করে পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তা হলে প্রতিপালন এবং সুরক্ষার জন্য প্রজারা কোথায় যাবে?

তাৎপর্য

রাজা অথবা বর্তমান সময়ে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রজাদের শিক্ষা দিয়ে তাদের অভিভাবকরূপে আচরণ করা। মানব-জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে উপলব্ধি করা এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া, কারণ পশুজীবনে তা সম্ভব নয়। তাই সরকারের কর্তব্য এমনভাবে নাগরিকদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করা, যার ফলে তারা ক্রমশ চিন্ময় স্তরে উন্নীত হবে এবং আত্মাকে উপলব্ধি করে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবগত হবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিৎ, শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ অম্বরীষ, প্রহ্লাদ মহারাজ প্রমুখ রাজারা এই পন্থা অনুসরণ করেছিলেন। সরকারি নেতাদের অত্যন্ত সৎ এবং ধর্মপরায়ণ হওয়া উচিত, কারণ তা না হলে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যকলাপ ব্যাহত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, গণতন্ত্রের নামে কতকগুলি চোর এবং বদমাশ অন্য কতকগুলি চোর এবং বদমাশকে ভোট দিয়ে সরকারের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রেসিডেন্টের

অন্যায় আচরণের ফলে তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়েছে। এটি কেবল একটি ঘটনা, এই রকম আরও কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেহেতু এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই মানুষের কর্তব্য কৃষ্ণভক্ত হওয়া এবং কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কোন ব্যক্তিকে ভোট না দেওয়া। তার ফলে রাষ্ট্রে প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি আসবে। বৈষ্ণব যখন দেখেন যে, সরকার যথাযথভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে না পারার ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে, তখন তিনি তাঁর অন্তরে গভীর সহানুভূতি অনুভব করেন এবং কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার মাধ্যমে সেই পরিস্থিতি পবিত্র করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

শ্লোক ৪

যদ্‌যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৪ ॥

যৎ যৎ—যা কিছু; **আচরতি**—আচরণ করে; **শ্রেয়ান্**—ধর্মসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত প্রথম শ্রেণীর মানুষ; **ইতরঃ**—অধীনস্থ মানুষ; **তৎ তৎ**—তা; **ঈহতে**—অনুষ্ঠান করে; **সঃ**—তিনি (মহান ব্যক্তি); **যৎ**—যা কিছু; **প্রমাণম্**—প্রমাণ অথবা আদর্শ; **কুরুতে**—স্বীকার করে; **লোকঃ**—জনসাধারণ; **তৎ**—তা; **অনুবর্ততে**—অনুসরণ করে।

অনুবাদ

জনসাধারণ সমাজের নেতাদের আদর্শ অনুসরণ করে এবং তাদের আচরণের অনুকরণ করে। নেতারা যা স্বীকার করে, প্রজারা তাকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

অজামিল যদিও দণ্ডণীয় ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যমদূতেরা তাঁকে দণ্ডদান করার জন্য নিয়ে যেতে চাইছিল। এটি অধর্ম—ধর্মনীতির বিরুদ্ধ। বিষ্ণুদূতেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, যদি এই প্রকার অধর্ম আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে মানব-সমাজের সমস্ত সুব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমান সময়ে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজে প্রকৃত পরিচালনার পন্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিযুগের রাষ্ট্র-সরকারগুলি এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে সমর্থন করছে না, কারণ তারা এই আন্দোলনের অমূল্য সেবা বুঝতে পারছে না। এই হরেকৃষ্ণ

আন্দোলন মানব-সমাজকে পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করার আদর্শ আন্দোলন, এবং তাই পৃথিবীর সব কয়টি দেশের সরকার এবং জনসাধারণের নেতাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত যাতে মানব-সমাজকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে সর্বতোভাবে সংশোধন করা যায়।

শ্লোক ৫-৬

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ ।
স্বয়ং ধর্মমধর্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ ॥ ৫ ॥
স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্ ।
বিস্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দোগ্ধুমর্হতি ॥ ৬ ॥

যস্য—যার; **অঙ্কে**—কোলে; **শিরঃ**—মাথা; **আধায়**—স্থাপন করে; **লোকঃ**—মানুষেরা; **স্বপিতি**—নিদ্রা যায়; **নির্বৃতঃ**—শান্তিপূর্বক; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ধর্মম্**—ধর্ম বা জীবনের উদ্দেশ্য; **অধর্মম্**—অধর্ম; **বা**—অথবা; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বেদ**—জানে; **যথা**—ঠিক যেমন; **পশুঃ**—একটি পশু; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **ন্যর্পিত-আত্মানম্**—সর্বতোভাবে শরণাগত জীবকে; **কৃত-মৈত্রম্**—পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সমন্বিত; **অচেতনম্**—অজ্ঞ; **বিস্রম্ভণীয়ঃ**—বিশ্বাসযোগ্য; **ভূতানাম্**—জীবদের; **সঘৃণঃ**—সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী কোমল-হৃদয়; **দোগ্ধুম্**—মন্ত্রণা দেওয়ার জন্য; **অর্হতি**—সক্ষম।

অনুবাদ

সাধারণ মানুষের ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান নেই। সাধারণ মানুষের অবস্থা ঠিক একটি অবোধ পশুর মতো, যে তার পালনকর্তা প্রভুর উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তার কোলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। নেতা যদি সত্যি সত্যি সদয়-হৃদয় হন এবং জীবের বিশ্বাসযোগ্য হন, তা হলে কিভাবে তিনি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মৈত্রী সহকারে যে তাঁর সর্বতোভাবে শরণাগত হয়েছে, তাকে দণ্ড দিতে পারেন অথবা হত্যা করতে পারেন?

তাৎপর্য

বিশ্বস্ত-ঘাত শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। সরকারের সুরক্ষায় জনসাধারণের সর্বদা সুরক্ষিত বলে অনুভব করা উচিত। অতএব, সরকারই যদি

রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং তাদের কষ্ট দেয়, তা হলে তা অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয়। ভারতবর্ষ যখন বিভক্ত হয় তখন আমরা দেখেছি যে, যদিও সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস করছিল, তবুও তারা রাজনীতিবিদ্‌দের ষড়যন্ত্রের ফলে হঠাৎ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পরস্পরকে হত্যা করতে শুরু করে। এটি কলিযুগের লক্ষণ। এই যুগে মানুষ এতই নির্দয় যে, তার পালিত যে সমস্ত পশুগুলি তার আশ্রয়ে তাকে রক্ষক বলে মনে করে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করছে, সেই পশুগুলি একটু হৃষ্টপুষ্ট হলেই সে তাদের কসাইখানায় পাঠিয়ে দেয়। বিষ্ণুদূতের মতো বৈষ্ণবেরা এই প্রকার নৃশংসতা কখনও বরদাস্ত করেন না। প্রকৃত পক্ষে, এই প্রকার পাপীদের যে কিভাবে নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে, তা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাসে আশ্রয়-গ্রহণকারী মানুষ অথবা পশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে মহাপাপী। যেহেতু বর্তমান সময়ে সরকার এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকদের দণ্ড দিচ্ছে না, তাই সমগ্র মানব-সমাজ ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। এই যুগের মানুষদের তাই *মন্দাঃ সুমন্দমতয়োমন্দভাগ্যা হ্যপদ্রুতাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার পাপের ফলে মানুষ নিন্দিত (*মন্দাঃ*), তাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে (*সুমন্দমতয়ঃ*), তারা দুর্ভাগা (*মন্দভাগ্যাঃ*), এবং তাই তারা সর্বদা নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত (*উপদ্রুতাঃ*)। এই জীবনে তো তাদের এই অবস্থা এবং মৃত্যুর পর তাদের নরকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ৭

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি ।
যদ্ ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৭ ॥

অয়ম্—এই ব্যক্তি (অজামিল); **হি**—বস্তুত; **কৃত-নির্বেশঃ**—সব রকম প্রায়শ্চিত্ত করেছে; **জন্ম**—জন্মের; **কোটি**—কোটি কোটি; **অংহসাম্**—পাপের; **অপি**—ও; **যৎ**—যেহেতু; **ব্যাজহার**—সে কীর্তন করেছে; **বিবশঃ**—অসহায় অবস্থায়; **নাম**—ভগবানের দিব্য নাম; **স্বস্ত্যয়নম্**—মুক্তির উপায়; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

অজামিল তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কেবল এই জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্তই করেননি, বিবশ হয়ে নারায়ণের দিব্য নাম

উচ্চারণ করার ফলে তাঁর কোটি কোটি জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। যদিও তিনি শুদ্ধ নাম উচ্চারণ করেননি, তবুও কেবল নামাভাসের ফলেই তিনি এখন শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভের যোগ্য হয়েছেন।

তাৎপর্য

যমদূতেরা কেবল অজামিলের বাহ্য অবস্থার বিচার করেছিল। যেহেতু সে সারা জীবন অত্যন্ত পাপপরায়ণ ছিল, তাই তারা মনে করেছিল যে, যমরাজ কর্তৃক সে দণ্ডনীয় ছিল। তারা বুঝতে পারেনি যে, সে তার সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। বিষ্ণুদূতেরা তাই তাদের বলেছিলেন যে, যেহেতু সে মৃত্যুর সময় চার বর্ণ সমন্বিত নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিল, তাই সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *স্মৃতিশাস্ত্র* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

"পবিত্র হরিনাম উচ্চারণের ফলে যে পরিমাণ পাপ থেকে মানুষ উদ্ধার লাভ করে, তত পাপ করার ক্ষমতা কারও নেই।" (*বৃহদ্‌বিষ্ণু পুরাণ*)

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্ব পাতকৈঃ ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥

"বিবশ হয়ে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে, তা হলে সিংহের গর্জনের ফলে পশুরা যেভাবে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়।" (*গরুড় পুরাণ*)

সকৃদ্ উচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥

"ভগবানের দুই বর্ণ সমন্বিত 'হ-রি' নাম কেবল একবার মাত্র উচ্চারণের ফলে জীবের মুক্তির পথ সুনিশ্চিত হয়।" (*স্কন্দ পুরাণ*)

অজামিলকে যমালয়ে নিয়ে যেতে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের কেন বাধা দিয়েছিলেন, এইগুলিই তার কয়েকটি কারণ।

শ্লোক ৮

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্ ।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৮ ॥

এতেন—এই কীর্তনের দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অঘোনঃ**—পাপী; **অস্য**—এই (অজামিল); **কৃতম্**—অনুষ্ঠিত; **স্যাৎ**—হয়; **অঘ**—পাপের; **নিষ্কৃতম্**—পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত; **যদা**—যখন; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ (তাঁর পুত্রের নাম); **আয়**—এসো; **ইতি**—এইভাবে; **জগাদ**—তিনি উচ্চারণ করেছিলেন; **চতুঃ-অক্ষরম্**—চার বর্ণ (না-রা-য়-ণ)।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতেরা বললেন—পূর্বেও এই অজামিল ভোজনাদি সময়ে "বৎস নারায়ণ, এখানে এসো" এইভাবে তাঁর পুত্রকে ডেকেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও না-রা-য়-ণ এই চারটি বর্ণ উচ্চারণ করার ফলে, তিনি তাঁর কোটি কোটি বছরের জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

তাৎপর্য

পূর্বে অজামিল যখন তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য পাপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি নিরপরাধে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিলেন। নাম বলে পাপাচরণ করা বা পাপকর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করা একটি নাম অপরাধ (*নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ*)। অজামিল যদিও পাপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তবুও তিনি তাঁর পাপকর্মের ফল থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেননি; তিনি কেবল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন। তাই তাঁর এই নাম উচ্চারণ কার্যকরী হয়েছিল। এইভাবে নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তাঁর বহু বহু জন্মার্জিত পাপ মোচন হয়েছিল। প্রথমে তিনি পবিত্র ছিলেন, কিন্তু পরে পাপকর্ম করলেও তিনি যেহেতু সেই পাপ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেননি, তাই তিনি নামাপরাধ করেননি। যিনি নিরপরাধে সর্বদা ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তিনি সর্বদাই পবিত্র। এই শ্লোকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, অজামিল পূর্বেই নিষ্পাপ ছিলেন এবং যেহেতু তিনি নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাই তিনি পাপের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে উচ্চারণ করলেও তিনি ভগবানের দিব্য নামের সুফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৯-১০

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ ৯ ॥

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্ ।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১০ ॥

স্তেনঃ—যে চুরি করে; **সুরাপঃ**—মদ্যপায়ী; **মিত্রধ্রুক্**—মিত্রদ্রোহী; **ব্রহ্ম-হা**—ব্রহ্মঘাতী; **গুরু-তল্প-গঃ**—গুরুপত্নীগামী; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **রাজ**—রাজা; **পিতৃ**—পিতা; **গো**—গাভী; **হন্তা**—হত্যাকারী; **যে**—যারা; **চ**—ও; **পাতকিনঃ**—পাপকর্ম অনুষ্ঠানকারী; **অপরে**—অন্য অনেকে; **সর্বেষাম্**—তাদের সকলে; **অপি**—যদিও; **অঘ-বতাম্**—যারা বহু পাপ করেছে; **ইদম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সু-নিষ্কৃতম্**—পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত; **নাম-ব্যাহরণম্**—পবিত্র নাম কীর্তন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **যতঃ**—যার ফলে; **তৎ-বিষয়া**—পবিত্র নাম কীর্তনকারীর; **মতিঃ**—ভগবান মনে করেন।

অনুবাদ

স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তু অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী এবং অন্য যে সমস্ত মহাপাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, "যেহেতু এই ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।"

শ্লোক ১১

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুদ্ধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ১১ ॥

ন—না; **নিষ্কৃতৈঃ**—প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা; **উদিতৈঃ**—নির্ধারিত; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—মনু আদি বিদ্বান পণ্ডিতের দ্বারা; **তথা**—সেই পর্যন্ত; **বিশুদ্ধ্যতি**—পবিত্র হয়; **অঘবান্**—পাপী; **ব্রত-আদিভিঃ**—ব্রত এবং বিধি-নিষেধ পালন করার দ্বারা; **যথা**—যেমন; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **নাম-পদৈঃ**—দিব্য নামের বর্ণের দ্বারা;

উদাহৃতৈঃ—কীর্তিত; **তৎ**—তা; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **গুণ**—দিব্য গুণাবলীর; **উপলম্ভকম্**—স্মরণ করিয়ে দেয়।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীহরির দিব্য নাম একবার উচ্চারণ করে মানুষ যেভাবে নির্মল হয়, বৈদিক ব্রত অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে সেইভাবে নির্মল হওয়া যায় না। যদিও প্রায়শ্চিত্ত করার ফলে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয় না। কিন্তু ভগবানের নাম উচ্চারণের ফলে, ভগবানের যশ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, লীলা, পরিকর আদির স্মরণ হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, তার ফলে কঠোর, কঠোরতর এবং কঠোরতম পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। *মনুসংহিতা, পরাশর-সংহিতা* আদি কুড়ি প্রকার ধর্মশাস্ত্র রয়েছে, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করার ফলে যদিও পাপফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু তার ফলে পাপী ব্যক্তি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হতে পারে না। পক্ষান্তরে, ভগবানের দিব্য নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করার ফলে কেবল তৎক্ষণাৎ মহাপাপ থেকে উদ্ধারই লাভ হয় না, অধিকন্তু উত্তমশ্লোক ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এইভাবে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা আদি স্মরণ করার মাধ্যমে ভগবানের সেবা করা যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলেই কেবল তা সম্ভব, কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করার ফলে যা লাভ করা যায় না, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই কেবল তা অনায়াসে লাভ করা যায়। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং আনন্দময় হয়ে নৃত্য করা এতই সহজ এবং সাবলীল যে, সেই পন্থা অনুসরণ করার ফলে সব রকম পারমার্থিক লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা করেছেন, *পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্*—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনের পরম বিজয় হোক!" আমরা যে সংকীর্তন আন্দোলন শুরু করেছি, তা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার এবং পারমার্থিক জীবনের স্তরে উন্নীত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।

শ্লোক ১২

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে ।
তৎ কর্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; ঐকান্তিকম্—পূর্ণরূপে নির্মল; তৎ—হৃদয়; হি—যেহেতু; কৃতে—অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত; অপি—যদিও; নিষ্কৃতে—প্রায়শ্চিত্ত; মনঃ—মন; পুনঃ—পুনরায়; ধাবতি—ধাবিত হয়; চেৎ—যদি; অসৎ-পথে—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের পথে; তৎ—অতএব; কর্ম-নির্হারম্—সকাম কর্মের নিবৃত্তি; অভীপ্সতাম্—যারা ঐকান্তিকভাবে কামনা করে; হরেঃ—ভগবানের; গুণ-অনুবাদঃ—নিরন্তর মহিমা কীর্তন; খলু—বস্তুত; সত্ত্ব-ভাবনঃ—জীবের অস্তিত্ব প্রকৃতই পবিত্র করে।

অনুবাদ

ধর্মশাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয় না, কারণ প্রায়শ্চিত্তের পরে মানুষের মন আবার জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দিকে ধাবিত হয়। অতএব, যারা সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাদের পক্ষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অর্থাৎ ভগবানের নাম, যশ এবং লীলার মহিমা কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ এই কীর্তন হৃদয়ের সমস্ত কলুষ সর্বতোভাবে বিধৌত করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের উক্তিটি *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৭) পূর্বেই প্রতিপন্ন হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সকলের পরমাত্মা এবং সত্যসংকল্প ভক্তের সুহৃদ্, তিনি তাঁর বাণী আস্বাদনকারী ভক্তের হৃদয়ের জড় সুখভোগের সমস্ত বাসনা নির্মল করেন। তাঁর বাণী যখন যথাযথভাবে শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন তা সমস্ত শুভ প্রদান করে।" ভগবানের বিশেষ কৃপা এই যে, তিনি যখন দেখেন কেউ তাঁর নাম, যশ এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ব্যক্তির হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করার জন্য তাঁকে সাহায্য করেন। তাই এই প্রকার

কীর্তনের দ্বারা কেবল পবিত্রই হওয়া যায় না, অধিকন্তু পুণ্যকর্মের সমস্ত ফলও লাভ করা যায় (*পুণ্যশ্রবণকীর্তন*)। *পুণ্যশ্রবণকীর্তন* বলতে ভগবদ্ভক্তির পন্থা বোঝায়। কেউ যদি ভগবানের নাম, লীলা অথবা গুণাবলীর অর্থ নাও জানে, তবুও কেবল তা শ্রবণ এবং কীর্তন করার ফলে পবিত্র হওয়া যায়। এই প্রকার পবিত্রীকরণকে বলা হয় *সত্ত্ব-ভাবন*।

নিজের অস্তিত্ব পবিত্র করে মুক্তিলাভ করাই মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যতক্ষণ জড় দেহ থাকে, ততক্ষণ মানুষকে অপবিত্র বলে বুঝতে হয়। যদিও সকলেই প্রকৃত আনন্দময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা করছে, তবুও এই প্রকার অপবিত্র এবং বদ্ধ অবস্থায় তা আস্বাদন করা যায় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/১) বলা হয়েছে, *তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং শুদ্ধ্যেৎ*—আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য নিজেকে পবিত্র করতে তপস্যা করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের নাম, যশ এবং গুণাবলীর মহিমা কীর্তন করার তপস্যা পবিত্র হওয়ার এক অতি সরল পন্থা, যার ফলে সকলেই সুখী হতে পারে। তাই যাঁরা তাঁদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে চান, তাঁদের এই পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। অন্যান্য পন্থাগুলি, যেমন কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না।

শ্লোক ১৩

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্ ।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

অথ—অতএব; **এনম্**—তাঁকে (অজামিল); **মা**—করে না; **অপনয়ত**—গ্রহণ করার চেষ্টা; **কৃত**—পূর্বেই অনুষ্ঠিত; **অশেষ**—অসীম; **অঘ-নিষ্কৃতম্**—পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—সে; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের পবিত্র নাম; **ম্রিয়মাণঃ**—মৃত্যুর সময়; **সমগ্রহীৎ**—সম্যক্‌রূপে কীর্তিত।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় এই অজামিল অসহায় হয়ে অতি উচ্চস্বরে ভগবানের নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছেন। কেবল সেই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপময় জীবনের কর্মফল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে মুক্ত করেছে। অতএব, হে যমদূতগণ, তাঁকে নরকে দণ্ডভোগ করার জন্য তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো না।

তাৎপর্য

বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদের থেকে উচ্চতর অধিকারি ছিলেন। তাই তাঁরা যমদূতদের আদেশ দিয়েছিলেন, যারা জানত না যে অজামিল তার পূর্বকৃত পাপের জন্য নরকে দণ্ডণীয় নয়। যদিও অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তবুও নামের এমনই দিব্য শক্তি যে, মৃত্যুর সময় সেই নাম গ্রহণ করার ফলে তিনি আপনা থেকেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন (অন্তে *নারায়ণ-স্মৃতি*)। *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।" সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। *ভগবদ্গীতার* অন্যত্র (৮/৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

কেউ যদি মৃত্যুর সময় শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে স্মরণ করেন, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন।

শ্লোক ১৪

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

সাঙ্কেত্যম্—সঙ্কেতরূপে; **পারিহাস্যম্**—পরিহাসছলে; **বা**—অথবা; **স্তোভম্**—সংগীত বিনোদনের জন্য; **হেলনম্**—অবহেলা করে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বা**—অথবা; **বৈকুণ্ঠ**—ভগবানের; **নাম-গ্রহণম্**—দিব্য নাম কীর্তন; **অশেষ**—অসীম; **অঘ-হরম্**—পাপ বিনষ্ট হয়; **বিদুঃ**—মহাজনেরা জানেন।

অনুবাদ

অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসছলে হোক, সংগীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার

ফলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ মহাজনেরা সেই কথা স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ১৫

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৫ ॥

পতিতঃ—পড়ে গিয়ে; **স্খলিতঃ**—পিছলে পড়ে; **ভগ্নঃ**—হাড় ভেঙে গিয়ে; **সন্দষ্টঃ**—দংশিত; **তপ্তঃ**—জ্বর বা বেদনাদায়ক অবস্থার দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়ে; **আহতঃ**—আহত হয়ে; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এইভাবে; **অবশেন**—ঘটনাক্রমে; **আহ**—উচ্চারণ করে; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **অর্হতি**—যোগ্য; **যাতনাঃ**—নরক যন্ত্রণা।

অনুবাদ

উচ্চ গৃহ থেকে পতিত হয়ে, পথে যেতে যেতে পা পিছলে পড়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে, সর্প দংশনের ফলে, প্রবল জ্বরে পীড়িত হয়ে অথবা অস্ত্রের দ্বারা আহত হয়ে, মরণোন্মুখ ব্যক্তি যদি অবশেও দিব্য হরিনাম উচ্চারণ করে, তা হলে সে পাপী হলেও তাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৮/৬) উল্লেখ করা হয়েছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

"যে ভাবনা স্মরণ করে মানুষ দেহত্যাগ করে, সে নিঃসন্দেহে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়।" কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার অনুশীলন করেন, তা হলে কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে, তিনি স্বাভাবিকভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করবেন বলে আশা করা যায়। এই প্রকার অনুশীলন ছাড়াও কেউ যদি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ভগবানের দিব্য নাম (হরেকৃষ্ণ) উচ্চারণ করে মৃত্যুবরণ করেন, তা হলে তিনি মৃত্যুর পর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করা থেকে রক্ষা পাবেন।

শ্লোক ১৬

গুরূণাং চ লঘূনাং চ গুরূণি চ লঘূনি চ ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬ ॥

গুরূণাম্—ভারী; **চ**—এবং; **লঘূনাম্**—হাল্কা; **চ**—এবং; **গুরূণি**—ভারী; **চ**—এবং; **লঘূনি**—হাল্কা; **চ**—ও; **প্রায়শ্চিত্তানি**—প্রায়শ্চিত্ত; **পাপানাম্**—পাপকর্মের; **জ্ঞাত্বা**—পূর্ণরূপে জেনে; **উক্তানি**—নির্ধারিত করেছেন; **মহর্ষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা।

অনুবাদ

মহর্ষিরা বিশেষ বিচার করে গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেছেন। কিন্তু হরিনাম কীর্তনের ফলে লঘু-গুরু নির্বিশেষে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কৌরবদের দণ্ডদান থেকে সাম্বকে উদ্ধার করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সাম্ব দুর্যোধনের কন্যাকে ভালবেসে, ক্ষত্রিয় প্রথা অনুসারে তাকে অপহরণ করে। কিন্তু অবশেষে সাম্ব কৌরবদের হাতে বন্দী হয়। সেই সংবাদ পেয়ে বলরাম তাকে উদ্ধার করতে আসেন। সাম্বের মুক্তি সম্বন্ধে কৌরবপক্ষের সঙ্গে বলরামের তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু বিচারে মীমাংসা না হওয়ার ফলে বলরাম এমনভাবে তাঁর বল প্রদর্শন করেছিলেন যে, সারা হস্তিনাপুর কম্পমান হতে থাকে, যেন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে হস্তিনাপুর ধূলিসাৎ হতে চলেছে। তখন সেই বিষয়ের মীমাংসা হয় এবং সাম্ব দুর্যোধনের কন্যাকে বিবাহ করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ঘটনার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ-বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত, তাঁদের রক্ষা করার ক্ষমতা এমনই যে, এই জড় জগতে কোন কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। পাপের ফল যতই গুরু হোক না কেন, হরি, কৃষ্ণ, বলরাম অথবা নারায়ণের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই তা তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যাবে।

শ্লোক ১৭

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৭ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **তানি**—সেই সমস্ত; **অঘানি**—পাপকর্ম এবং তার ফল; **পূয়ন্তে**—বিনষ্ট হয়ে যায়; **তপঃ**—তপস্যা; **দান**—দান; **ব্রতাদিভিঃ**—ব্রত আদি কর্মের দ্বারা; **ন**—না; **অধর্ম-জম্**—অধর্ম থেকে উৎপন্ন; **তৎ**—তার; **হৃদয়ম্**—হৃদয়; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **ঈশ-অঙ্ঘ্রি**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **সেবয়া**—সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

যদিও তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়, তবুও সেই সমস্ত পুণ্যকর্ম হৃদয়ের কর্মবাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ কর্ম-বাসনারূপ সমস্ত কলুষ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪২) বলা হয়েছে, *ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চ*—ভগবদ্ভক্তি এতই শক্তিশালী যে, তার অনুষ্ঠানের ফলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ-কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জড় জগতের সমস্ত বাসনা পাপপূর্ণ, কারণ জড় বাসনা মানেই হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যার ফলে কিছু না কিছু পাপে সর্বদাই লিপ্ত হতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি *অন্যাভিলাষিতাশূন্য*; অর্থাৎ, তা কর্ম এবং জ্ঞানজাত সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত। যিনি ভগবদ্ভক্তির স্তরে অবস্থিত, তাঁর কোন জড় বাসনা থাকে না এবং তাই তিনি সব রকম পাপের অতীত। জড় বাসনা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা কর্তব্য। তা না হলে সাময়িকভাবে তপশ্চর্যা, ব্রত এবং দানের দ্বারা পাপ থেকে মুক্ত হলেও, হৃদয় নির্মল না হওয়ার ফলে পুনরায় জড় বাসনার উদয় হবে, এবং পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়ে সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে।

শ্লোক ১৮

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ ।
সঙ্কীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮ ॥

অজ্ঞানাৎ—অজ্ঞানের ফলে; **অথবা**—অথবা; **জ্ঞানাৎ**—জ্ঞাতসারে; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **নাম**—দিব্য নাম; **যৎ**—যা; **সঙ্কীর্তিতম্**—কীর্তিত; **অঘম্**—পাপ; **পুংসঃ**—মানুষের; **দহেৎ**—দগ্ধীভূত করে; **এধঃ**—শুষ্ক তৃণ; **যথা**—যেমন; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

অগ্নি যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত করে, তেমনই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে উত্তমশ্লোক ভগবানের নাম কীর্তন করলে, সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

তাৎপর্য

আগুন, তা সে একটি নিরীহ শিশুই জ্বালাক অথবা একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিই জ্বালাক, তা দহন করে। যেমন, আগুনের দাহিকা শক্তি সম্বন্ধে অবগত একজন প্রবীণ ব্যক্তিই হোক অথবা সেই বিষয়ে অজ্ঞ একটি শিশুই হোক, যদি কেউ তৃণরাশিতে অগ্নি প্রদান করে, তা হলে তা ভস্মীভূত হবে। তেমনই, কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন অথবা না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি সেই নাম কীর্তন করেন, তা হলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ১৯

যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া ।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥ ১৯ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **অগদম্**—ঔষধ; **বীর্য-তমম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **উপযুক্তম্**—যথাযথভাবে গ্রহণ করা হয়; **যদৃচ্ছয়া**—কোন না কোনভাবে; **অজানতঃ**—অজ্ঞান ব্যক্তির দ্বারা; **অপি**—ও; **আত্ম-গুণম্**—তার শক্তি; **কুর্যাৎ**—প্রকাশিত হয়; **মন্ত্রঃ**—হরেকৃষ্ণ মন্ত্র; **অপি**—ও; **উদাহৃতঃ**—কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

কেউ যদি কোন ওষুধের শক্তি সম্বন্ধে অবগত না হয়ে সেই ওষুধ সেবন করে অথবা তাকে জোর করে সেবন করানো হয়, তা হলে সে ওষুধের প্রভাব না জানলেও তা ক্রিয়া করবে, কারণ সেই ওষুধের শক্তি রোগীর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। তেমনই, ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের প্রভাব না জানলেও কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তা উচ্চারণ করে, তার ফল সে প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, যেখানে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বিস্তার লাভ করছে, বিদ্বান পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তার প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছেন। যেমন,

ডঃ জে. স্টিলসন্ জুডা নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিত এই আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, কারণ তিনি প্রকৃতপক্ষে দর্শন করেছেন যে, এই আন্দোলন মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হিপিদের শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত করছে, যারা স্বতস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র মানব-সমাজের সেবকে পরিণত হচ্ছে। এমন কি কয়েক বছর আগেও এই সমস্ত হিপিরা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জানত না, কিন্তু এখন তারা সেই মন্ত্র কীর্তন করছে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছে। এইভাবে তারা অবৈধ যৌনসঙ্গ, মাদক দ্রব্য সেবন, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়া আদি সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। এটিই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের প্রভাবের ব্যবহারিক প্রমাণ, যা এই শ্লোকে সমর্থিত হয়েছে। কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণের মূল্য জানতে পারে অথবা না জানতে পারে, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু কেউ যদি কোন না কোন ক্রমে তা উচ্চারণ করে, তা হলে সে তৎক্ষণাৎ বিশুদ্ধ হবে, ঠিক যেমন কোন শক্তিশালী ওষুধ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করা হলে তার ফল অনুভব করা যায়।

শ্লোক ২০

শ্রীশুক উবাচ

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্মং ভাগবতং নৃপ ।
তং যাম্যপাশান্নির্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্ ॥ ২০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তে**—তাঁরা (বিষ্ণুদূতেরা); **এবম্**—এইভাবে; **সু-বিনির্ণীয়**—সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **ভাগবতম্**—ভগবদ্ভক্তিরূপ; **নৃপ**—হে রাজন্; **তম্**—তাকে; **যাম্য-পাশাৎ**—যমদূতদের বন্ধন থেকে; **নির্মুচ্য**—মুক্ত করে; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণ; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে; **অমূমুচন্**—উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, বিষ্ণুদূতেরা এইভাবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা ভাগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত বিচার করে ব্রাহ্মণ অজামিলকে যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং আসন্ন মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকম্ ।
যমরাজ্ঞে যথা সর্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রত্যুদিতাঃ**—বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তরে; **যাম্যাঃ**—যমরাজের সেবক; **দূতাঃ**—দূতেরা; **যাত্বা**—গিয়ে; **যমান্তিকম্**—যমালয়ে; **যম-রাজ্ঞে**—যমরাজকে; **যথা**—ঠিক যেমন; **সর্বম্**—সব কিছু; **আচচক্ষুঃ**—সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল; **অরিন্দম**—হে অরিনিসূদন।

অনুবাদ

হে অরিনিসূদন মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইভাবে বিষ্ণুদূতদের প্রত্যুত্তর শুনে, যমদূতেরা যমরাজের কাছে গিয়ে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রত্যুদিতাঃ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যমদূতেরা এতই শক্তিশালী যে, কেউই তাদের বাধা দিতে পারে না, কিন্তু পাপী বলে নির্ধারিত একজনকে নিয়ে যাওয়ার সময় এইবার তারা বাধা পেয়েছিল এবং নিরাশ হয়েছিল। তাই তারা তৎক্ষণাৎ যমরাজের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেছিল।

শ্লোক ২২

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥ ২২ ॥

দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ (অজামিল); **পাশাৎ**—পাশ থেকে; **বিনির্মুক্তঃ**—মুক্ত হয়ে; **গতভীঃ**—ভয় থেকে মুক্ত; **প্রকৃতিম্ গতঃ**—প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন; **ববন্দে**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—তার মস্তক অবনত করে; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **কিঙ্করান্**—ভৃত্যদের; **দর্শন-উৎসবঃ**—তাঁদের দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যমদূতদের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অজামিল ভয়মুক্ত হয়েছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি তখন নতমস্তকে বিষ্ণুদূতদের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সশ্রদ্ধ

প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। তাঁদের দর্শন করে তাঁর তখন পরম আনন্দ হয়েছিল, কারণ তাঁরা তাঁকে যমদূতদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবেরাও বিষ্ণুদূত কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণ চান যে, জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীব, তারা যেন তাঁর শরণাগত হয়ে এই জীবনেই জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেতে পারে। বৈষ্ণব তাই বদ্ধ জীবদের প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন। যাঁরা অজামিলের মতো ভাগ্যবান, তাঁরা বিষ্ণুদূত বা বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ২৩

তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁকে (অজামিল); **বিবক্ষুম্**—বলতে চাইছেন; **অভিপ্রেত্য**—বুঝতে পেরে; **মহাপুরুষ-কিঙ্করাঃ**—বিষ্ণুদূতেরা; **সহসা**—সহসা; **পশ্যতঃ তস্য**—যখন তিনি দেখতে পেলেন; **তত্র**—সেখান থেকে; **অন্তর্দধিরে**—অন্তর্হিত হয়ে গেলেন; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অনুচর বিষ্ণুদূতেরা দেখলেন যে, অজামিল কিছু বলতে চাইছেন। তাই তাঁরা সহসা তাঁর সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

তাৎপর্য

শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

পাপিষ্ঠা যে দুরাচারা দেবব্রাহ্মণনিন্দকাঃ ।
অপথ্যভোজনাস্তেষাম্ অকালে মরণং ধ্রুবম্ ॥

"যারা পাপিষ্ঠ, দুরাচারী, ভগবৎ-বিদেষী, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের নিন্দাকারী এবং যা ইচ্ছা তাই খায়, তাদের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" বলা হয়েছে যে, কলিযুগে

মানুষের আয়ু বড় জোর একশো বছর, কিন্তু তারা যতই অধঃপতিত হবে, তাদের আয়ুও কমে যাবে (*প্রায়েণাল্পায়ুষঃ*)। অজামিল সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে তাঁর আয়ুও বর্ধিত হয়েছিল, যদিও তাঁর তখনই মৃত্যু হওয়ার কথা ছিল। বিষ্ণুদূতেরা যখন দেখলেন যে, অজামিল তাঁদের কিছু বলার চেষ্টা করছেন, তখন তাঁরা তাঁকে ভগবানের মহিমা কীর্তন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হওয়ার ফলে, তিনি এখন ভগবানের মহিমা কীর্তনের যোগ্য হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পাপ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত না হলে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা যায় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/২৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

"যাঁরা এই জীবনে এবং পূর্ব জীবনে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করেছেন, এবং যাঁদের সমস্ত পাপ সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয়েছে, তাঁরা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তাঁরা দৃঢ়চিত্ত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন।" বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে অবগত করিয়েছিলেন যাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন। ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর ঐকান্তিকতা বৃদ্ধি করার জন্য তাঁরা সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁদের অনুপস্থিতিতে বিরহ অনুভব করেন। বিরহের অনুভূতিতে ভগবানের মহিমা কীর্তন অত্যন্ত তীব্র হয়।

শ্লোক ২৪-২৫

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ ।
ধর্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যং চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ ।
অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অজামিলঃ—অজামিল; **অপি**—ও; **অথ**—তারপর; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **দূতানাম্**—দূতদের; **যম-কৃষ্ণয়োঃ**—যমরাজ এবং শ্রীকৃষ্ণের; **ধর্মম্**—প্রকৃত ধর্ম; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয়; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **ত্রৈবেদ্যম্**—তিন বেদে বর্ণিত; **চ**—ও;

গুণ-আশ্রয়ম্—জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন জড় ধর্ম; **ভক্তিমান্**—শুদ্ধ ভক্ত (জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত); **ভগবতি**—ভগবানকে; **আশু**—তৎক্ষণাৎ; **মাহাত্ম্য**—ভগবানের নাম, গুণ ইত্যাদির মাহাত্ম্য; **শ্রবণাৎ**—শ্রবণ করার ফলে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **অনুতাপঃ**—অনুশোচনা; **মহান্**—অত্যন্ত; **আসীৎ**—ছিল; **স্মরতঃ**—স্মরণ করে; **অশুভম্**—সমস্ত অশুভ কর্ম; **আত্মনঃ**—স্বকৃত।

অনুবাদ

যমদূত এবং বিষ্ণুদূতদের কথোপকথন শ্রবণ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীন ধর্ম কি। সেই তত্ত্ব তিন বেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি জীব এবং ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় চিন্ময় গুণাতীত ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধেও অবগত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ভগবানের নাম, যশ, গুণ, লীলা আদি মহিমাও শ্রবণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি পূর্ণরূপে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর তখন পূর্বকৃত পাপকর্মের কথা স্মরণ হয়েছিল, এবং সেই জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (২/৪৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।" বেদে অবশ্যই ক্রমে ক্রমে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কেউ যদি বৈদিক বিধি-বিধানের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুনকে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে উপদেশ দিয়েছেন, যা হচ্ছে চিন্ময় ধর্মের পন্থা। ভগবদ্ভক্তির চিন্ময়ত্ব প্রতিপন্ন করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৬) বলা হয়েছে, *স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে* । ভক্তি হচ্ছে *পরো ধর্মঃ* বা চিন্ময় ধর্ম; এটি জড় ধর্ম নয়। মানুষ সাধারণত মনে করে যে, জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। তা জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের উপযোগী হতে পারে, কিন্তু যারা পারমার্থিক জীবনের প্রতি আগ্রহী, তাঁদের *পরো ধর্মঃ*-এর

প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত, এবং এই ধর্ম অনুশীলনের ফলে ভগবানের ভক্ত হওয়া যায় (*যতো ভক্তিরধোক্ষজে*) । ভাগবত-ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ভগবান ও জীবের সম্পর্ক নিত্য এবং জীবের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের শরণাগত হওয়া। কেউ যখন ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হন এবং সর্বতোভাবে প্রসন্ন হন (*অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি*)। সেই স্তরে উন্নীত হয়ে অজামিল তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে শুরু করেছিলেন এবং ভগবানের নাম, যশ, রূপ, লীলা এবং মহিমা কীর্তন করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা ॥ ২৬ ॥

অহো—হায়; **মে**—আমার; **পরমম্**—অত্যন্ত; **কষ্টম্**—দুঃখ-দুর্দশা; **অভূৎ**—হয়েছিল; **অবিজিত-আত্মনঃ**—আমার ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত হওয়ার ফলে; **যেন**—যার দ্বারা; **বিপ্লাবিতম্**—বিনষ্ট হয়েছিল; **ব্রহ্ম**—আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী; **বৃষল্যাম্**—শূদ্রাণীর মাধ্যমে; **জায়তা**—জাত; **আত্মনা**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

অজামিল বললেন—হায়, আমার ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে আমি কতই না অধঃপতিত হয়েছিলাম! আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত গুণ হারিয়ে একটি বেশ্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই উচ্চবর্ণের পুরুষেরা নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেন না। তাই বৈদিক সমাজে ছেলে এবং মেয়ের কোষ্ঠী বিচার করে তাদের বিবাহ-যোটক কেমন হবে, তা বিচার করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। বৈদিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রকৃতির তিন গুণ অনুসারে কোন মানুষের ব্রাহ্মণবর্ণে, ক্ষত্রিয়বর্ণে, বৈশ্যবর্ণে, কিংবা শূদ্রবর্ণে জন্ম হয়েছে কি না তা বোঝা যায়। তা বিচার করে দেখা অবশ্য কর্তব্য, কারণ বিপ্রবর্ণের ছেলের সঙ্গে যদি শূদ্রবর্ণের মেয়ের বিবাহ হয়, তা হলে উভয়েরই জীবন দুর্দশায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই সমবর্ণের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হওয়া উচিত। অবশ্য এটি ত্রৈগুণ্য, বা বেদের জাগতিক বিচার,

কিন্তু ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, তা হলে আর এই ধরনের বিবেচনার কোন প্রয়োজন থাকে না। ভক্ত গুণাতীত স্তরে অবস্থিত এবং তাই পাত্র ও পাত্রী উভয়েই যদি ভক্ত হয়, তা হলে তাদের মিলন অত্যন্ত সুখময় হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২৭

ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্ ।
হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপীমসতীমগাম্ ॥ ২৭ ॥

ধিক্ মাম্—আমাকে ধিক; **বিগর্হিতম্**—অত্যন্ত গর্হিত; **সদ্ভিঃ**—সাধু ব্যক্তিদের দ্বারা; **দুষ্কৃতম্**—পাপী; **কুলকজ্জলম্**—কুলের কলঙ্কস্বরূপ; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **বালাম্**—যুবতী স্ত্রী; **সতীম্**—পতিব্রতা; **যঃ**—যে; **অহম্**—আমি; **সুরাপীম্**—সুরাপানকারিণী; **অসতীম্**—ব্যভিচারিণী; **অগাম্**—সম্ভোগে রত হয়েছি।

অনুবাদ

হায়, আমাকে ধিক! আমি এতই পাপী যে, আমি আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছি। আমি আমার তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সুরাপায়িণী এক বেশ্যার সঙ্গে রত হয়েছি। আমাকে ধিক!

তাৎপর্য

যে শুদ্ধ ভক্ত, তার মনোভাব এই রকম। কেউ যখন ভগবানের এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি প্রথমে তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করেন, তা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে সাহায্য করে। বিষ্ণুদূতেরা অজামিলকে শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং শুদ্ধ ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান, আমিষ আহার এবং দ্যূতক্রীড়ার পাপকর্মের জন্য অনুতাপ করা। পূর্বের বদ অভ্যাসগুলি ত্যাগ করাই কেবল যথেষ্ট নয়, অধিকন্তু পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য সর্বদা অনুতাপ করা উচিত। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির মানদণ্ড।

শ্লোক ২৮

বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ ।
অহো ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥ ২৮ ॥

বৃদ্ধৌ—বৃদ্ধ; **অনাথৌ**—যাঁদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখার মতো কেউ ছিল না; **পিতরৌ**—আমার পিতা এবং মাতা; **ন অন্য-বন্ধু**—যাঁদের অন্য কোন বন্ধু ছিল না; **তপস্বিনৌ**—যাঁদের অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; **অহো**—আহা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অধুনা**—এখন; **ত্যক্তৌ**—পরিত্যাগ করেছি; **অকৃতজ্ঞেন**—অকৃতজ্ঞ; **নীচবৎ**—অত্যন্ত জঘন্য ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের দেখাশুনা করার জন্য কোন পুত্র বা বন্ধু ছিল না। যেহেতু আমি তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করিনি, তাই তাঁদের নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। হায়, একজন জঘন্য নীচ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মতো আমি তাঁদের সেই অবস্থায় ফেলে রেখেছিলাম।

তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় সকলকেই ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশু এবং গাভীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। সেটি সকলের কর্তব্য, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের মানুষদের। বেশ্যার সঙ্গ প্রভাবে অজামিল তাঁর সেই কর্তব্য পরিত্যাগ করেছিলেন। সেই জন্য অনুতপ্ত বোধ করে অজামিল নিজেকে অত্যন্ত অধঃপতিত বলে মনে করছেন।

শ্লোক ২৯

সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে ।
ধর্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **ব্যক্তম্**—এখন স্পষ্ট হয়েছে; **পতিষ্যামি**—পতিত হব; **নরকে**—নরকে; **ভৃশ-দারুণে**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **ধর্মঘ্নাঃ**—ধর্মনীতি ভঙ্গকারী; **কামিনঃ**—অত্যন্ত কামুক; **যত্র**—যেখানে; **বিন্দন্তি**—ভোগ করে; **যম-যাতনাঃ**—যমরাজের দেওয়া যন্ত্রণা।

অনুবাদ

এই প্রকার কার্যকলাপের পরিণতি এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। আমার মতো পাপীকে অবশ্যই ধর্মনীতি ভঙ্গকারী এবং অত্যন্ত কামুক ব্যক্তিদের জন্য যে ভয়ঙ্কর নরক রয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তাদের দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩০

কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্ দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ ॥ ৩০ ॥

কিম্—কি; **ইদম্**—এই; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **আহো স্বিৎ**—অথবা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **দৃষ্টম্**—দৃষ্ট; **ইহ**—এখানে; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **ক্ব**—কোথায়; **যাতাঃ**—গিয়েছে; **অদ্য**—এখন; **তে**—তারা সকলে; **যে**—যে; **মাম্**—আমাকে; **ব্যকর্ষন্**—টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; **পাশ-পাণয়ঃ**—তাদের হাতের দড়ি দিয়ে।

অনুবাদ

আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, না তা বাস্তব ছিল? আমি দেখেছিলাম ভয়ঙ্কর দর্শন পুরুষেরা হাতে দড়ি নিয়ে আমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছিল। তারা এখন কোথায় গেছে?

শ্লোক ৩১

অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ ।
ব্যামোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধা পাশৈরধো ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

অথ—তারপর; **তে**—তাঁরা; **ক্ব**—কোথায়; **গতাঃ**—গিয়েছিলেন; **সিদ্ধাঃ**—মুক্ত; **চত্বারঃ**—চারজন; **চারুদর্শনাঃ**—অত্যন্ত সুন্দর দর্শন; **ব্যামোচয়ন্**—মুক্ত করলেন; **নীয়মানম্**—আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল; **বদ্ধা**—বন্ধন করে; **পাশৈঃ**—রজ্জুর দ্বারা; **অধঃ ভুবঃ**—পৃথিবীর নিচে নরকে।

অনুবাদ

আর সেই অত্যন্ত সুন্দর দর্শন চারজন সিদ্ধপুরুষ, যাঁরা আমাকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন এবং পৃথিবীর অধঃদেশে নরকে নীয়মান পাশবদ্ধ আমাকে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা কোথায় গেলেন?

তাৎপর্য

পঞ্চম স্কন্ধের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নরক এই ব্রহ্মাণ্ডের অধঃদেশে অবস্থিত। তাই তাদের বলা হয় *অধো ভুবঃ* । অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন যে, যমদূতেরা সেখান থেকে এসেছিল।

শ্লোক ৩২

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে ।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ৩২ ॥

অথ—অতএব; **অপি**—যদিও; **মে**—আমার; **দুর্ভগস্য**—এতই দুর্ভাগা; **বিবুধ-উত্তম**—অতি উচ্চস্তরের ভক্ত; **দর্শনে**—দর্শন করার ফলে; **ভবিতব্যম্**—অবশ্যই হওয়া উচিত; **মঙ্গলেন**—শুভ কর্ম; **যেন**—যার দ্বারা; **আত্মা**—আত্মা; **মে**—আমার; **প্রসীদতি**—সত্যি সত্যিই প্রসন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

পাপের সমুদ্রে নিমজ্জিত আমি অবশ্যই অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং দুর্ভাগা, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আমার পূর্বকৃত সুকৃতির ফলে আমি সেই চারজন অতি উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করেছি, যাঁরা আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। তাঁদের আগমনের ফলে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (*মধ্য* ২২/৫৪) বলা হয়েছে—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ',—সর্বশাস্ত্রে কয় ।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

"ভগবদ্ভক্তের সঙ্গের মহিমা সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে, কারণ ক্ষণিকের জন্যও যদি সেই সঙ্গ হয়, তা হলে সমস্ত সিদ্ধির বীজ লাভ করা যায়।" অজামিল তাঁর প্রথম জীবনে অবশ্যই অত্যন্ত শুদ্ধ ছিলেন এবং তিনি ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করেছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তাঁর পুত্রের নাম রেখেছিলেন নারায়ণ। এটি অবশ্যই অন্তর্যামী ভগবানের সুমন্ত্রণার ফল। ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" সর্বান্তর্যামী ভগবান এতই কৃপাময় যে, কেউ যদি কখনও তাঁর সেবা করেন, ভগবান তা কখনও ভুলে যান না। এইভাবে ভগবান অন্তর থেকে অজামিলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখতে, যাতে তাঁর বাৎসল্য স্নেহবশত তিনি সব সময় তাকে "নারায়ণ! নারায়ণ!" বলে ডাকবেন এবং তার ফলে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি

থেকে উদ্ধার লাভ করবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এমনই। *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*। এই সঙ্গ ভক্তকে মহাভয় থেকে রক্ষা করে। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা এমনভাবে ভক্তদের নাম পরিবর্তন করি, যাতে বিষ্ণুস্মৃতি হয়। মৃত্যুর সময় ভক্ত যদি কৃষ্ণদাস, গোবিন্দ দাস ইত্যাদি তাঁর নিজের নাম স্মরণ করতে পারেন, তা হলে তিনি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। তাই দীক্ষার সময় নাম পরিবর্তন অত্যন্ত আবশ্যক। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এতই সুন্দর যে, তা কোন না কোন মতে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করে।

শ্লোক ৩৩

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্ষ্যুমিহার্হতি ॥ ৩৩ ॥

অন্যথা—অন্যভাবে; **ম্রিয়মাণস্য**—মরণোন্মুখ ব্যক্তির; **ন**—না; **অশুচেঃ**—অত্যন্ত অপবিত্র; **বৃষলী-পতেঃ**—বেশ্যাপতি; **বৈকুণ্ঠ**—বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের; **নামগ্রহণম্**—পবিত্র নাম উচ্চারণ; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **বক্ষ্যুম্**—বলতে; **ইহ**—এই অবস্থায়; **অর্হতি**—সমর্থ হয়।

অনুবাদ

আমার পূর্ব সুকৃতি না থাকলে, অত্যন্ত অশুচি, বেশ্যাপতি আমি কিভাবে মৃত্যুর সময় বৈকুণ্ঠপতি ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম? তা নিশ্চয় সম্ভব হত না।

তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠপতি নামটি বৈকুণ্ঠ থেকে ভিন্ন নয়। স্বরূপ সিদ্ধি লাভ করে অজামিল বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পূর্বকৃত ভগবদ্ভক্তিজনিত সুকৃতির ফলেই তিনি মৃত্যুর সময় সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে বৈকুণ্ঠপতির দিব্য নাম উচ্চারণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

শ্লোক ৩৪

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নাম মঙ্গলম্ ॥ ৩৪ ॥

ক্ব—কোথায়; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **কিতবঃ**—বঞ্চক; **পাপঃ**—মূর্তিমান পাপ; **ব্রহ্মঘ্নঃ**—ব্রাহ্মণত্ব-নাশক; **নিরপত্রপঃ**—নির্লজ্জ; **ক্ব**—কোথায়; **চ**—এবং; **নারায়ণ**—নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের পবিত্র নাম; **মঙ্গলম্**—সর্বমঙ্গলময়।

অনুবাদ

অজামিল বলতে লাগলেন—কোথায় আমি—নির্লজ্জ, বঞ্চক, ব্রাহ্মণত্ব-নাশক মূর্তিমান পাপ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের নারায়ণ নাম?

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মাধ্যমে নারায়ণ, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবানের দিব্য নাম প্রচারে যুক্ত, তাদের সব সময় বিবেচনা করা উচিত যে, পূর্বে তাদের অবস্থা কি রকম ছিল এবং এখন কি রকম হয়েছে। পূর্বে তারা আমিষ আহার, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত পাপকর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাই এই সৌভাগ্যের জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ভগবানের কৃপায় আমরা পৃথিবীর সর্বত্র বহু কেন্দ্র খুলেছি, যাতে সর্বত্রই মানুষ ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার এবং ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। আমাদের বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের পূর্বের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকা উচিত, এবং এই অতি উন্নত জীবন থেকে যাতে অধঃপতন না হয়, সেই সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত।

শ্লোক ৩৫

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥ ৩৫ ॥

সঃ—এই প্রকার ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **তথা**—এইভাবে; **যতিষ্যামি**—আমি চেষ্টা করব; **যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়**—মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে; **অনিলঃ**—প্রাণ; **যথা**—যাতে; **ন**—না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আত্মানম্**—আমার আত্মা; **অন্ধে**—অন্ধকারে; **তমসি**—অজ্ঞানে; **মজ্জয়ে**—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

সেই মহাপাপী আমি যখন এই সৌভাগ্য অর্জন করেছি, তখন আমি আমার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংযত করে সর্বদা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হব, যাতে আমাকে পুনরায় এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসার-জীবনে পতিত হতে না হয়।

তাৎপর্য

আমাদের সকলেরই এই দৃঢ়সংকল্প থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা এই অতি উন্নত স্থিতি লাভ করেছি, এবং আমরা যদি সর্বদা আমাদের এই মহা সৌভাগ্যের কথা মনে রাখি এবং যাতে আর আমাদের অধঃপতন না হয়, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করি, তা হলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৩৬-৩৭

বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্মজম্ ।
সর্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া ।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥ ৩৭ ॥

বিমুচ্য—মুক্ত হয়ে; **তম্**—সেই; **ইমম্**—এই; **বন্ধম্**—বন্ধন; **অবিদ্যা**—অবিদ্যাজনিত; **কাম**—কাম-বাসনার ফলে; **কর্মজম্**—কর্ম থেকে উদ্ভূত; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **সুহৃৎ**—বন্ধু; **শান্তঃ**—অত্যন্ত শান্ত; **মৈত্রঃ**—বন্ধুভাবাপন্ন; **করুণঃ**—দয়ালু; **আত্মবান্**—আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ; **মোচয়ে**—মুক্ত হব; **গ্রস্তম্**—আবদ্ধ; **আত্মানম্**—আমার আত্মা; **যোষিৎ-ময্যা**—রমণীরূপে; **আত্ম-মায়য়া**—ভগবানের মায়ার দ্বারা; **বিক্রীড়িতঃ**—খেলা করেছে; **যয়া**—যার দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অহম্**—আমি; **ক্রীড়ামৃগঃ**—বশীভূত পশু; **ইব**—সদৃশ; **অধমঃ**—অত্যন্ত পতিত।

অনুবাদ

দেহাত্মবুদ্ধি থেকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনার উদয় হয়, এবং তার ফলে জীব নানা প্রকার পাপ এবং পুণ্যকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটিই জড় বন্ধনের কারণ। এখন আমি নিজেকে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করব। ভগবানের মায়াই রমণীরূপে আমাকে বশীভূত করেছে, অত্যন্ত অধঃপতিত আমি সেই মায়ার

দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে রমণীর বশীভূত পশুর মতো নৃত্য করেছি। এখন আমি আমার সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে এই মোহ থেকে মুক্ত হব। আমি সমস্ত জীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হব এবং সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকব।

তাৎপর্য

সমস্ত কৃষ্ণভক্তদের এই প্রকার সংকল্প মানদণ্ডস্বরূপ থাকা উচিত। কৃষ্ণভক্তের কর্তব্য মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া এবং মায়ার কবলে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত অন্য সমস্ত জীবদের প্রতি সদয় হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্যই নয়, অন্যদের জন্যও। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির সার্থকতা। যে কেবল তার নিজের মুক্তির জন্যই আগ্রহী তার অপেক্ষা যে ভক্ত অন্যদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন, তিনি অনেক উন্নত। এই প্রকার উত্তম ভক্তের কখনও অধঃপতন হয় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা। সকলেই মায়ার হাতে ক্রীড়নক হয়ে তাঁরই পরিচালনায় কার্য করছে। মায়ার এই বন্ধন থেকে নিজেকে এবং অন্য সকলকে মুক্ত করার জন্য কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা উচিত।

শ্লোক ৩৮

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বামিথ্যার্থধীর্মতিম্ ।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্তনাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

মম—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এই প্রকার; **দেহাদৌ**—দেহ এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **অমিথ্যা**—মিথ্যা নয়; **অর্থ**—মূল্যের; **ধীঃ**—আমার চেতনার দ্বারা; **মতিম্**—মনোভাব; **ধাস্যে**—আমি যুক্ত করব; **মনঃ**—আমার মনকে; **ভগবতি**—ভগবানে; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **তৎ**—তাঁর নাম; **কীর্তন-আদিভিঃ**—শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা।

অনুবাদ

ভক্তসঙ্গে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, আমার হৃদয় এখন পবিত্র হয়েছে। তাই আমি আর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মিথ্যা প্রলোভনে যুক্ত হব না। এখন আমি পরম সত্যে স্থির হয়েছি, তাই আমি আর আমার দেহকে আমার

স্বরূপ বলে মনে করব না। আমি দেহাদিতে 'আমি' এবং 'আমার' ধারণা ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমার মনকে নিবিষ্ট করব।

তাৎপর্য

জীব যে কিভাবে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তা এই শ্লোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে দেহকে নিজের স্বরূপ বলে ভুল করা হয়। তাই *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা দেহের ভিতরে থাকে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এই চেতনার উন্মেষ সম্ভব হয়। এটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। তাই আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার উপদেশ দিই, এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, আসব পান ও দ্যূতক্রীড়ার কলুষ থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব দিই। এই সমস্ত নিয়মগুলি পালন করতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত এবং তা হলে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সেই জন্য সর্ব প্রথমে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হয়।

শ্লোক ৩৯

ইতি জাতসুনির্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু ।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **জাত-সুনির্বেদঃ**—দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত (অজামিল); **ক্ষণ-সঙ্গেন**—ক্ষণিকের সঙ্গ প্রভাবে; **সাধুষু**—ভক্তদের সঙ্গে; **গঙ্গা-দ্বারম্**—হরিদ্বারে (গঙ্গা এখানে শুরু হয় বলে হরিদ্বারকে গঙ্গার দ্বারও বলা হয়); **উপেয়ায়**—গিয়েছিলেন; **মুক্ত**—মুক্ত হয়ে; **সর্ব-অনুবন্ধনঃ**—সর্ব প্রকার জড় বন্ধন।

অনুবাদ

ক্ষণমাত্র ভক্তসঙ্গ (বিষ্ণুদূতদের সঙ্গ) প্রভাবে অজামিল দৃঢ়সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হরিদ্বারে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মুক্তসর্বানুবন্ধনঃ শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, সেই ঘটনার পর অজামিল তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের কথা চিন্তা না করে, পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সোজা হরিদ্বারে

গিয়েছিলেন। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের কেন্দ্র রয়েছে। যাঁরা অবসর জীবন গ্রহণ করতে চান, ভক্তাভক্ত নির্বিশেষে তাঁরা সেখানে গিয়ে দৃঢ়সংকল্প সহকারে দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতে পারেন। সেই পবিত্র স্থানে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার এবং প্রসাদ গ্রহণ করার অতি সরল পন্থা অবলম্বন করে, সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভের জন্য বাকি জীবন অতিবাহিত করতে আমরা সকলকে স্বাগত জানাই। এইভাবে মানুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। হরিদ্বারে এখনও আমাদের কেন্দ্র খোলা হয়নি, তবে ভক্তদের জন্য বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম মায়াপুর অন্য যে কোন স্থান থেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির সকলকে ভক্তসঙ্গ করার এক অতি সুন্দর সুযোগ প্রদান করে। আমাদের সকলের কর্তব্য সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা।

শ্লোক ৪০

স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি ॥ ৪০ ॥

সঃ—তিনি (অজামিল); **তস্মিন্**—সেই স্থানে (হরিদ্বার); **দেব-সদনে**—এক বিষ্ণু-মন্দিরে; **আসীনঃ**—অবস্থিত হয়ে; **যোগম্ আস্থিতঃ**—ভক্তিযোগ অনুশীলন করেছিলেন; **প্রত্যাহৃত**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়েছিলেন; **ইন্দ্রিয়-গ্রামঃ**—তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি; **যুযোজ**—তিনি নিবিষ্ট করেছিলেন; **মনঃ**—মনকে; **আত্মনি**—আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানে।

অনুবাদ

হরিদ্বারে অজামিল একটি বিষ্ণুর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে ভক্তিযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করে তাঁর মন ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করেছেন তাঁরা সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের যে বহু মন্দির রয়েছে, সেই মন্দিরগুলিতে সুখে অবস্থান করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে তাঁরা তাঁদের মন এবং ইন্দ্রিয়কে সংযত করে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই পদ্ধতি

অনাদি কাল ধরে চলে আসছে। অজামিলের জীবন থেকে শিক্ষা লাভ করে আমাদের এই পথ অনুশীলনে যা অনুকূল তা স্বীকার করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত।

শ্লোক ৪১

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা ।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি ॥ ৪১ ॥

ততঃ—তারপর; **গুণেভ্যঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে; **আত্মানম্**—মনকে; **বিযুজ্য**—বিযুক্ত করে; **আত্ম-সমাধিনা**—পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়ার দ্বারা; **যুযুজে**—যুক্ত হয়েছিলেন; **ভগবৎ-ধাম্নি**—ভগবানের রূপে; **ব্রহ্মণি**—যিনি হচ্ছেন পরব্রহ্ম (মূর্তিপূজা নয়); **অনুভব-আত্মনি**—যা সর্বদা চিন্তা করা যায় (ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে)।

অনুবাদ

অজামিল পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তাঁর মনকে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় থেকে বিযুক্ত করেছিলেন এবং ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যানে পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তা হলে তাঁর মন স্বাভাবিকভাবেই ভগবান এবং তাঁর রূপের চিন্তায় মগ্ন হবে। স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই ভক্তিযোগ হচ্ছে যোগের সব চাইতে সহজ পদ্ধতি। যোগীরা তাদের মন হৃদয়স্থিত পরমাত্মার বা বিষ্ণুর রূপের ধ্যানে একাগ্র করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্য অনায়াসেই সাধিত হয়, যখন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় মন নিমগ্ন হয়। প্রত্যেক মন্দিরেই ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ রয়েছে এবং অনায়াসেই সেই রূপের চিন্তা করা যায়। আরতির সময় ভগবানকে দর্শন করে, তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে এবং নিরন্তর তাঁর শ্রীবিগ্রহের কথা চিন্তা করে সর্বোত্তম স্তরের যোগী হওয়া যায়। এটিই যোগ সাধনের সর্বোত্তম পন্থা, যে কথা ভগবান ভগবদ্গীতায় (৬/৪৭) প্রতিপন্ন করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" সর্বোত্তম যোগী হচ্ছেন তিনি, যিনি সর্বদা ভগবানের রূপের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন এবং জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত হন।

শ্লোক ৪২

যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥ ৪২ ॥

যর্হি—যখন; **উপারত-ধীঃ**—তাঁর মন এবং বুদ্ধি নিবদ্ধ হয়েছিল; **তস্মিন্**—সেই সময়; **অদ্রাক্ষীৎ**—তিনি দেখেছিলেন; **পুরুষান্**—পুরুষদের (বিষ্ণুদূতদের); **পুরঃ**—তাঁর সম্মুখে; **উপলভ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **উপলব্ধান্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **প্রাক্**—পূর্বে; **ববন্দে**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—মস্তকের দ্বারা; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

যখন তাঁর বুদ্ধি এবং মন ভগবানের শ্রীরূপে নিবদ্ধ হয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ অজামিল আবার তাঁর সম্মুখে চারজন দিব্য পুরুষকে দেখতে পেলেন। তাঁদের তিনি পূর্বদৃষ্ট চারজন পুরুষ বলে চিনতে পেরে, মস্তক অবনত করে প্রণাম করলেন।

তাৎপর্য

অজামিলের মন যখন ভগবানের শ্রীরূপে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল, তখন যে বিষ্ণুদূতেরা তাঁকে পূর্বে উদ্ধার করেছিলেন, তাঁরা পুনরায় তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অজামিলকে তাঁর চিত্ত ভগবানের ধ্যানে নিবিষ্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য বিষ্ণুদূতেরা কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর ভক্তি পরিপক্ক হওয়ার ফলে, তাঁরা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে এসেছিলেন। সেই বিষ্ণুদূতেরাই যে এসেছেন, সেই কথা বুঝতে পেরে অজামিল নতমস্তকে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু ।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্তিনাম্ ॥ ৪৩ ॥

হিত্বা—ত্যাগ করে; **কলেবরম্**—জড় দেহ; **তীর্থে**—সেই পবিত্র স্থানে; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **দর্শনাৎ-অনু**—দর্শন করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **স্ব-রূপম্**—তাঁর চিন্ময় স্বরূপ; **জগৃহে**—তিনি ধারণ করেছিলেন; **ভগবৎ-পার্শ্ব-বর্তিনাম্**—যা ভগবানের পার্ষদের উপযুক্ত।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতদের দর্শন করে অজামিল হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা ভগবৎ পার্ষদের উপযুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

কৃষ্ণভক্তির পূর্ণতার ফল হচ্ছে যে, জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের পার্ষদ হওয়ার জন্য তাঁর চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে চিৎ-জগতে স্থানান্তরিত হন। কোন কোন ভক্ত বৈকুণ্ঠলোকে যান এবং অন্য ভক্তরা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হওয়ার জন্য গোলোক বৃন্দাবনে যান।

শ্লোক ৪৪

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৪৪ ॥

সাকম্—সঙ্গে; **বিহায়সা**—আকাশ-মার্গে; **বিপ্রঃ**—ব্রাহ্মণ (অজামিল); **মহাপুরুষ-কিঙ্করৈঃ**—বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে; **হৈমম্**—স্বর্ণনির্মিত; **বিমানম্**—বিমান; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **শ্রিয়ঃ পতিঃ**—লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণু।

অনুবাদ

বিষ্ণুদূতদের সঙ্গে স্বর্ণনির্মিত বিমানে আরোহণ করে, অজামিল আকাশ-মার্গে লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধামে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বহু বছর ধরে জড় বৈজ্ঞানিকেরা চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এখনও সেখানে যেতে পারেনি। অথচ চিন্ময় লোকের চিন্ময় বিমান মুহূর্তের মধ্যে কাউকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যেতে পারে। এই প্রকার চিন্ময় বিমানের গতিবেগ আমাদের কল্পনারও অতীত। আত্মা মন থেকেও সূক্ষ্ম এবং মন যে কত দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে, তা সকলেই জানে। অতএব মনের গতির সঙ্গে তুলনা করে আত্মার গতি কল্পনা করা যেতে পারে। শুদ্ধ ভক্ত তাঁর জড় দেহ পরিত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ এক পলকেরও কম সময়ের মধ্যে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ৪৫

এবং স বিপ্লাবিতসর্বধর্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্মণা ।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হ্যতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্ণন্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি (অজামিল); **বিপ্লাবিত-সর্ব-ধর্মাঃ**—যিনি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করেছেন; **দাস্যাঃ পতিঃ**—বেশ্যার পতি; **পতিতঃ**—অধঃপতিত; **গর্হ্য-কর্মণা**—জঘন্য কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে; **নিপাত্যমানঃ**—পতিত হয়ে; **নিরয়ে**—নরকে; **হ্যতব্রতঃ**—সমস্ত ব্রত ভঙ্গকারী; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **ভগবৎ-নাম**—ভগবানের দিব্য নাম; **গৃহ্ণন্**—গ্রহণ করে।

অনুবাদ

অজামিল ছিলেন ব্রাহ্মণ কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে তিনি ব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠান এবং ধর্ম পরিত্যাগ করেছিলেন। অধঃপতিত হয়ে তিনি চৌর্যবৃত্তি, সুরাপান এবং অন্যান্য সমস্ত জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি একটি বেশ্যাকেও একজন রক্ষিতারূপে রেখেছিলেন। তার ফলে যমদূতেরা তাঁকে নরকে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নারায়ণের নামাভাস উচ্চারণের প্রভাবে তিনি তৎক্ষণাৎ যমপাশ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৬

নাতঃ পরং কর্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্তনাৎ ।
ন যৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ৪৬ ॥

ন—না; **অতঃ**—অতএব; **পরম্**—শ্রেষ্ঠ উপায়; **কর্ম-নিবন্ধ**—সকাম কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখভোগ; **কৃন্তনম্**—যা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করা যায়; **মুমুক্ষতাম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী ব্যক্তিদের; **তীর্থ-পদ**—যাঁর শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, সেই ভগবান সম্বন্ধে; **অনুকীর্তনাৎ**—সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় নিরন্তর কীর্তন করা থেকে; **ন**—না; **যৎ**—যেহেতু; **পুনঃ**—পুনরায়; **কর্মসু**—সকাম কর্মে; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়; **মনঃ**—মন; **রজঃ-তমোভ্যাম্**—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **কলিলম্**—কলুষিত; **ততঃ**—তারপর; **অন্যথা**—অন্য কোন উপায়ে।

অনুবাদ

অতএব যাঁরা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী, তাঁদের কর্তব্য, যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত পবিত্র তীর্থ বিরাজ করে, সেই ভগবানের নাম, যশ, রূপ, লীলা আদির মহিমা কীর্তন করার পন্থা অবলম্বন করা। পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত, মনোধর্মী জ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগে ধ্যান আদি অন্যান্য পন্থায় যথার্থ লাভ হয় না, কারণ এই সমস্ত পন্থা অনুশীলন করার পরেও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কলুষিত মনকে সংযত করতে সমর্থ না হওয়ার ফলে, মানুষ পুনরায় সকাম কর্মে লিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে, তথাকথিত সিদ্ধি লাভ করার পরেও কর্মী, জ্ঞানী এবং যোগীরা পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে আসক্ত হয়। তথাকথিত বহু স্বামী ও যোগী *জগন্মিথ্যা* বলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে, কিন্তু কিছু দিন পরে তারা হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি খুলে অথবা জনহিতকর কার্যকলাপের অনুষ্ঠান করে পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। কখনও কখনও তারা নিজেদেরকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাজনীতিতে যোগ দান করে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, কেউ যদি সত্যি সত্যি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যার শুরু হয় *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* থেকে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তা প্রমাণ করেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বহু যুবক-যুবতী, যারা ড্রাগের নেশায় আসক্ত ছিল এবং অন্যান্য বহু বদ অভ্যাস ছিল যা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তারা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করা মাত্রই সেই সব ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের মহিমা কীর্তনে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই পন্থা রজ এবং তমোগুণে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মের আদর্শ প্রায়শ্চিত্ত। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৯) বলা হয়েছে—

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত কামুক এবং লোভী হয়, কিন্তু কেউ যখন এই শ্রবণ ও কীর্তনের পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি সত্ত্বগুণে উন্নীত হয়ে সুখী হন। ভগবদ্ভক্তিতে তিনি যত উন্নতি সাধন করেন, ততই তাঁর সন্দেহ দূর হয়ে যায় (*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ*)। এইভাবে তাঁর সকাম কর্মের বাসনারূপ গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ৪৭-৪৮

য এতং পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্তয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো যমকিঙ্করৈঃ ।
যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮ ॥

যঃ—যিনি; **এতম্**—এই; **পরমম্**—অত্যন্ত; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **ইতিহাসম্**—ইতিহাস; **অঘ-অপহম্**—যা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **চ**—এবং; **ভক্ত্যা**—পরম ভক্তি সহকারে; **অনুকীর্তয়েৎ**—পুনরাবৃত্তি করেন; **ন**—না; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **নরকম্**—নরকে; **যাতি**—যায়; **ন**—না; **ঈক্ষিতঃ**—দেখা যায়; **যম-কিঙ্করৈঃ**—যমদূতদের দ্বারা; **যদি অপি**—যদিও; **অমঙ্গলঃ**—অমঙ্গল; **মর্ত্যঃ**—জড় দেহ সমন্বিত জীব; **বিষ্ণু-লোকে**—চিৎ-জগতে; **মহীয়তে**—শ্রদ্ধা সহকারে স্বাগত হন।

অনুবাদ

যেহেতু এই অত্যন্ত গোপনীয় ঐতিহাসিক কাহিনীর সমস্ত পাপ দূর করার শক্তি রয়েছে, তাই যদি কেউ বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে তা শ্রবণ করেন অথবা বর্ণনা করেন, তা হলে জড় দেহ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও এবং মহাপাপী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আর নরকগামী হতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, যমদূতেরা তাঁকে দর্শন পর্যন্ত করতে পারে না। তাঁর দেহ ত্যাগ করার পর তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান, যেখানে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সমাদৃত এবং পূজিত হন।

শ্লোক ৪৯

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্ ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৪৯ ॥

ম্রিয়মাণঃ—মৃত্যুর সময়; **হরেঃ নাম**—হরির নাম; **গৃণন্**—কীর্তন করে; **পুত্র-উপচারিতম্**—তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে; **অজামিলঃ**—অজামিল; **অপি**—ও; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **ধাম**—চিৎ-জগতে; **কিম্ উত**—কি বলার আছে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং প্রেম সহকারে; **গৃণন্**—কীর্তন করলে।

অনুবাদ

মৃত্যুর সময় অজামিল তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন, অতএব যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে এবং নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাঁরা যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

মৃত্যুর সময়ে শরীরের ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ অবধারিতভাবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি সারা জীবন ভগবানের নাম কীর্তন করার অনুশীলন করেছেন, তিনিও স্পষ্টভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে সমর্থ নাও হতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের পূর্ণ ফল তিনি প্রাপ্ত হন। তাই দেহ যখন সুস্থ থাকে, তখন কেন আমরা উচ্চস্বরে এবং স্পষ্টভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করব না? কেউ যদি তা করেন, তা হলে মৃত্যুর সময় শ্রদ্ধা এবং প্রীতি সহকারে তিনি ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করতে সক্ষম হবেন। যিনি নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তিনি যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট তত্ত্ব

এই অধ্যায়ের নবম এবং দশম শ্লোকের টীকাস্বরূপ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন জীব কিভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার প্রভাবেই কেবল সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারেন।

কেউ বলতে পারে, "নামাভাসের ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই কথা নয়তো স্বীকার করা গেল। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কেবল একবারই নয়, বহু বহু বার পাপ করে, তা হলে সে বারো বছর অথবা তারও অধিক কাল প্রায়শ্চিত্ত করার পরেও সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে না। তা হলে, কেবল একটি মাত্র নামাভাসেই সেই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হতে পারে?"

তার উত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই অধ্যায়ের নবম এবং দশম শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"স্বর্ণ অথবা অন্যান্য মূল্যবান বস্তুর অপহরণকারী, মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রী-হত্যাকারী, গো-হত্যাকারী, পিতৃ-হত্যাকারী, রাজ-হত্যাকারী যে সমস্ত পাতকী রয়েছে, শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কেবল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণের ফলেই এই প্রকার পাপীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভগবান তখন মনে করেন, 'যেহেতু এই ব্যক্তি আমার দিব্য নাম উচ্চারণ করেছে, তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে তাকে রক্ষা করা।' "

ভগবানের নাম কীর্তন করার প্রভাবে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়, যদিও তাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা হয় না। সাধারণত প্রায়শ্চিত্তের প্রভাবে পাপ থেকে সাময়িকভাবে

নিষ্কৃতি লাভ হতে পারে, কিন্তু তা পাপ বাসনা নির্মূল করে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নির্মল করতে পারে না। তাই প্রায়শ্চিত্ত ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের মতো শক্তিশালী নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি কেবল একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন এবং সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তা হলে ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে তাঁর নিজের জন বলে মনে করেন এবং সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। সেই কথা শ্রীল শ্রীধর স্বামীও প্রতিপন্ন করেছেন। যমদূতেরা যখন অজামিলকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর দূতদের পাঠিয়েছিলেন এবং অজামিল যেহেতু সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তাই বিষ্ণুদূতেরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে যমদূতদের তিরস্কার করেছিলেন।

অজামিল তাঁর পুত্রের নামকরণ করেছিলেন নারায়ণ এবং যেহেতু তাঁর সেই পুত্রটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তাই তিনি বারবার তার নাম ধরে ডাকতেন। তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ডাকলেও সেই নাম ছিল অনন্য প্রভাবসম্পন্ন, কারণ নারায়ণের নাম পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ থেকে অভিন্ন। অজামিল যখন তাঁর পুত্রের নারায়ণ নামকরণ করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল এবং তাঁর পুত্রের নাম ধরে ডাকার ছলে তিনি শত সহস্রবার নারায়ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেছিলেন। এইভাবে তিনি অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করেছিলেন।

কেউ তর্ক করতে পারে, "তিনি যেহেতু নিরন্তর নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিলেন, তা হলে তাঁর পক্ষে বেশ্যার সঙ্গ করা এবং সুরাপান করা কিভাবে সম্ভব ছিল?" তাঁর পাপ কর্মের দ্বারা তিনি বার বার দুঃখ-দুর্দশা বরণ করছিলেন, এবং তাই কেউ বলতে পারে যে, অন্তিম সময়ে তিনি যে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, সেটিই ছিল তাঁর মুক্তির কারণ। কিন্তু তা হলে তাঁর সেই নাম উচ্চারণ নাম অপরাধ হত। *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ*—যে ব্যক্তি পাপ আচরণ করে এবং ভগবানের নাম গ্রহণের দ্বারা সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে চায়, সে নামাপরাধী। তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অজামিল অপরাধশূন্য হয়ে নাম করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নাম করেননি। তিনি জানতেন না যে, তিনি পাপাসক্ত ছিলেন এবং নারায়ণের নাম উচ্চারণের দ্বারা তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হবেন। তাই তিনি নাম অপরাধ করেননি এবং তাঁর পুত্রকে ডাকার ছলে তিনি যে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাকে শুদ্ধ নাম বলা যেতে পারে। এই শুদ্ধ নামের প্রভাবে অজামিল অজ্ঞাতসারে ভক্তির ফল সঞ্চয় করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে, তাঁর প্রথম নাম উচ্চারণই তাঁর সমস্ত পাপ বিনাশ

করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একটি বটবৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ফল উৎপাদন করে না, তবে যথাসময়ে তাতে ফল ফলে। তেমনই, অজামিলের ভক্তি একটু একটু করে বর্ধিত হয়েছিল এবং তাই বহু পাপকর্ম করা সত্ত্বেও তার ফল তাঁকে প্রভাবিত করেনি। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি একবারও ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তা হলে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ থেকে তিনি মুক্ত হন। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কেউ যদি সাপের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়, তা হলে ভবিষ্যতে যদি সেই সাপটি কাউকে বার বার দংশনও করে, তা হলে কোন প্রকার বিষক্রিয়া হয় না। তেমনই, ভক্ত যদি একবারও নিরপরাধে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তা হলে তা তাঁকে অনন্ত কাল রক্ষা করবে। তাঁকে কেবল যথাসময়ে সেই কীর্তনের ফল লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'বিষ্ণুদূত কর্তৃক অজামিল উদ্ধার' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।